[illegible]

JUN. [illegible]

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং জমিয়াতুল মুদাররেছীনের সম্মানিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশের জনসাধারণ মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে দ্বীনী শিক্ষাকে বুঝিয়ে থাকে, যদিও বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের জন্য অধিকাংশ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই ভর্তি হয়ে থাকে, যদিও বর্তমানে নগণ্য সংখ্যক ধনী পরিবারের সন্তানরাও ভর্তি হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ইসলামের উচ্চ শিক্ষা তথা কোরআন শরীফ, হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শিক্ষা ইত্যাদি। সহায়ক হিসাবে আরবী ও বাংলা ভাষা। মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ী হতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস প্রণয়নে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে- যা প্রশংসার যোগ্য। উল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ যা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা আনুষংগিক হিসাবে বলা চলে।

কিন্তু বর্তমানে ফাযিল শ্রেণীতে ইংরেজী বিষয়টি আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে সিলেবাসভুক্ত থাকায় ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর জন্য দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাযিলের ইংরেজী স্নাতক মানের। গত কয়েক বছর হতে ফাযিলকে একাডেমিক পর্যায়ে স্নাতক মান না দেয়া সত্ত্বেও স্নাতক মানের ইংরেজী আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফাযিলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য কয়েকটি কারণে উক্ত ইংরেজী বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে-৩ মাদ্রাসাসমূহে ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষক পাওয়া যায় না, অপরদিকে ফাযিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণকে মাতৃভাষা আবশ্যকীয় বিষয় বাংলার সাথে আরবী বিষয় আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে পড়তে হয়। যা মাদ্রাসা শিক্ষার অতীতের ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। এখন ইংরেজী বিষয়সহ মোট ৩টি ভাষা ফাযিল শ্রেণীতে আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে সিলেবাসভুক্ত। অথচ স্নাতক পর্যায়ে ৩টি ভাষা আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে সিলেবাসভুক্ত নেই। স্নাতক পরীক্ষায় যেমনিভাবে ইংরেজী বিষয়ে বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়ে থাকে তেমনি ফাযিল পরীক্ষায় ও ইংরেজীতে অধিক সংখ্যক ছাত্র অকৃতকার্য হওয়ায় অন্য ১০ পত্রে সন্তোষজনক নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য থেকে যাচ্ছে।

ফলে ফাযিল শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ইংরেজীর কারণে ফাযিল পাস না করায় কামিল জামাত দ্রুতভাবে ছাত্রশূন্য হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশনের পরিসংখ্যানে উক্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার আরও উল্লেখযোগ্য ১টি কারণ রয়েছে, তা এই যে, আলিম পাসের পর যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ফাযিল ও স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ আলিম সমমান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফাযিল শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।

আবশ্যকীয় ইংরেজী বিষয় এর কারণে ফাযিল উত্তীর্ণ হতে সক্ষম না হওয়ায় কামিল শ্রেণীর মূল কাঙ্ক্ষিত উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনী শিক্ষা হাদীস তাফসীর ফিকাহ ইত্যাদি হতে বর্তমানে মাদ্রাসার বহু সংখ্যক ছাত্র বঞ্চিত হতে চলেছে। পাশাপাশি শুধু কাওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীগণ দাওয়ায়ে হাদীস-এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে।

উল্লেখিত বিষয়ের সমাধানকল্পে পরামর্শ হিসাবে প্রস্তাব দেয়া যাচ্ছে যে-

১। আলিম শ্রেণীর ইংরেজী বিষয়ের ন্যায় ফাযিল শ্রেণীর ইংরেজী বিষয়- ঐচ্ছিক/নৈর্বাচনিক হিসাবে সিলেবাসে রাখা হোক। (অনিবার্য কারণে উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হলে :)

২। যারা ফাযিল-এর মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ের মান পেতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য ইংরেজী আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে রাখা হোক। আর অন্যদের জন্য ঐচ্ছিক/নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে সিলেবাসভুক্ত রাখা হোক। যেন কমপক্ষে ইংরেজী ছাড়া বিকল্প বিষয়ের মাধ্যমে ফাযিল উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীগণ কামিল শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ লাভ করতঃ দ্বীনী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে।

বর্তমানে ফাযিলের আবশ্যকীয় ইংরেজী বিষয় দ্বীনী উচ্চ শিক্ষার জন্য বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে আশা যে, শিক্ষা বিভাগীয় সর্বস্তরের সম্মানিত কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ বিষয়টি সহানুভূতি, পরিণাম ও দূরদর্শিতার সাথে বিবেচনা করবেন।

–আবদুল মুকতাদির
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন